ব্যাঙ রাজা

সুখলতা রাও

ব্যাঙ রাজা
সুখলতা রাও

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৮৫ টাকা

Bang Raja by Shukhalata Rao Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: August 2021 Price: 185 Taka RS 185 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-2-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

ব্যাঙ রাজা ৫
মালতী ও পারুল ৮
নেকড়ে ও ছাগলছানা ১২
সোনার পাখি ১৫
দুখি ২৪
খনির রাজা ৩১

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বোতলের ভূত
বিড়াল-রাণী
সোনার হাঁস
ভাল্লুকের বাড়ি

ব্যাঙ রাজা

অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি দেখতে ছিল খুব সুন্দর।

রাজার বাড়ির কাছে বনে ছিল একটি টলটলে ঝরনা। গরমের দিনে রাজার মেয়ে সেই ঝরনার ধারে গাছের ছায়ায় বসে, সোনার গোলা নিয়ে খেলা করত। একদিন খেলতে খেলতে গোলাটি তার হাত থেকে পড়ে গেল, আর গড়াতে গড়াতে টুপ্ করে তলিয়ে গেল সেই ঝরনার জলে। সেখানে ঢের জল, তাতে মানুষ ডুবে যায়।

রাজার মেয়ে আর কি করবে? গোলা হারিয়ে সে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে খুব চেঁচিয়ে কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে তার মনে হলো, কে যেন তাকে কি বলছে। চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে সে দেখতে পেল না; খালি দেখল, একটা মস্ত ব্যাঙ জলের ভিতর থেকে মাথা জাগিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ব্যাঙ বলছে, "রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ে, অত কাঁদছ কেন?"

রাজার মেয়ে তাকে বলল, "আমার সোনার গোলা জলে পড়ে গিয়েছে, তাই আমি কাঁদছি।"

ব্যাঙ বলল, "আমি যদি তোমার গোলা তুলে দিতে পারি তবে আমাকে কি দেবে?"

"আমার চক্‌চকে পোশাক, ঝক্‌ঝকে মুকুট, আমার হীরার বালা, মুক্তোর মালা, যা চাও আমি তাই দেব!" বলল রাজার মেয়ে।

ব্যাঙ তখন বলল কি, "আমি তোমার পোশাক-টোশাক কিছুই চাই না। তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে খেলা করতে দাও, তোমার সোনার থালাখানাতে তোমার সঙ্গে খেতে দাও, আর তোমার ছোট্ট বিছানাটিতে ঘুমুতে দাও, তবে আমি তোমার গোলা এনে দিতে পারি।"

"আচ্ছা তাই হবে" বলে রাজার মেয়ে ভাবল, 'ব্যাঙ কি কখনো মানুষের সঙ্গে খেলতে পারে? সে তো খালি জলের ভিতর বসে গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ করে ডাকে।' ব্যাঙ তখনি জলে ডুব দিয়ে তুলে এনে দিল সোনার গোলা। সে ভেবেছিল, রাজার মেয়ে তার সঙ্গে কত খেলাই না করবে। রাজার মেয়ে কিন্তু তার কিছুই করল না। সে গোলা পেয়ে খুশি হয়ে, দিল বাড়িপানে ছুট। ব্যাঙ তাকে কত ডাকল, "রাজার মেয়ে থাম, থাম! আমাকে ফেলে যেও না। আমি অত ছুটতে পারি না।" রাজার মেয়ে কি তা শোনে? সে আরও বেশি করে ছুটতে লাগল, একটিবার ফিরেও তাকাল না। শেষে ব্যাঙ বেচারী আর চেঁচাতে না পেরে, মনের দুঃখে ফিরে গেল।

তার পরের দিন রাজকন্যা রাজার সঙ্গে বসে সোনার থালাতে ভাত খাচ্ছে, এমন সময়ে কে যেন থপ্ থপ্ থপ্ থপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো, আর দরজার কাছে এসে ডাকতে লাগল, "রাজকন্যা, রাজকন্যা, দরজা খুলে দাও।" মেয়ে তা শুনে দরজা খুলতে গেল। কিন্তু খুলেই দেখে—সর্বনাশ! সেই ব্যাঙ এসেছে। তখনি সে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, ছুটে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়ল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মা, এত ভয় পেলে কেন? কোনো রাক্ষস-টাক্ষস তোমাকে ধরে নিতে এসেছে নাকি?"

সে বলল, "না বাবা, রাক্ষস নয়, একটা ব্যাঙ।"

"ব্যাঙ তোমার কাছে কি করতে এসেছে?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার বাবা।

মেয়ে বলল, "কাল বনের ভিতরে খেলা করতে গিয়ে আমার সোনার গোলাটা জলে পড়ে গিয়েছিল। তাই আমি কাঁদছিলাম। তখন ব্যাঙটা এসে সেই গোলা তুলে দিল, আর বলল যে, তাকে নিয়ে আমায় খেলতে হবে, আর এক থালায় ভাত খেতে হবে। আমি বললাম, "হ্যাঁ তাই করব।' আমি কি জানি যে, ব্যাঙটা বন থেকে এতদূর চলে আসতে পারবে?"

ব্যাঙ আবার ডাকছে, "ও রাজার মেয়ে, আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও। কাল যে সেই ঝরনার ধারে কি বলেছিলে, মনে নেই? শীঘ্র দরজা খোল।"

তখন রাজা বললেন, "তুমি কথা যখন দিয়েছ, তখন দরজা খুলে দিতেই হয়।" কাজেই দরজা না খুলে উপায় কি?

দরজা খুলতেই তো অমনি সেই সর্বনেশে ব্যাঙ থপাস্ থপাস্ করে ঘরের ভিতরে চলে এলো। তারপর গিয়ে বসবি তো বস্ একেবারে রাজার মেয়ের সোনার থালাখানির পাশে। বসেই বলে, "তোমার সঙ্গে ভাত খাব।" তা দেখে রাজার মেয়ে চোখ বুজে নাক সিঁট্‌কিয়ে বলে, "ওয়াক!" কিন্তু রাজামশাই বললেন, "তা হবে না। ও তোমার উপকার করেছে, তুমি কথা দিয়েছ। ও যা বলবে তোমাকে তা করতে হবে।" তখন তাঁর মেয়ে অনেক কষ্টে ঠোঁট মুখ চেপে রইল, কিন্তু কিচ্ছু খেতে পারল না!

ততক্ষণে ব্যাঙ হাপুত হুপুত করে ভাত-টাত সব খেয়ে বলছে, "বাপ্‌রে বড্ড পেট ভরে গিয়েছে! এখন আমাকে নিয়ে তোমার ছোট্ট বিছানায় শুইয়ে দাও।" শুনেই তো রাজকন্যার কান্না আসতে লাগল। ঘেন্নায় তার গা সির্‌সির করছে, কিন্তু রাজামশাই-এর ভয়ে কিচ্ছু বলতে পারছে না। ব্যাঙের কথা অমান্য করলে এখনি তিনি বড্ড রাগ করবেন। কাজেই সে অনেক কষ্টে বাঁ হাতে দু' আঙুলে ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে এক কোণে ফেলে দিয়ে নিজে গিয়ে শুয়ে রইল বিছানায়।

ব্যাঙ সেই কোণ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে খাটের কাছে এসে বলল, "খাটে উঠিয়ে দাও, ঘুমাব।" তখন মেয়ে যারপরনাই রেগে বিছানা থেকে উঠে "দাঁড়াও, তোমাকে ভালো করে শোয়াচ্ছি!" বলে ব্যাঙটাকে ধরে ধাঁই করে দেওয়ালের উপর এমনি এক আছাড় মারল যে, কি বলব! অন্য ব্যাঙ হলে নিশ্চয়ই তাতে ভট্ করে ফেটে মরে যেত। কিন্তু সে ব্যাঙটা তা কিছু না করে ভারি সুন্দর একটি রাজার ছেলে হয়ে গেল। হবেই তো। আসলে তো সে ব্যাঙ ছিল না, ছিল রাজার ছেলে। কোথাকার এক দুষ্টু ডাইনি বুড়ি নাকি তাকে জাদুতে ব্যাঙ বানিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালবেলা সেই রাজার ছেলের দেশ থেকে মস্ত আট ঘোড়ার গাড়ি এলো। ঘোড়াগুলো সব সাদা, তাদের মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি। রাজার ছেলে সেই গাড়ি চড়ে রাজার মেয়েকে দেশে নিয়ে গেল, তাকে তার রাণী করতে।

মালতী ও পারুল

বনের ধারে ছোট কুঁড়েঘরখানি মালতী আর পারুলের বাড়ি। বাড়িতে শুধু তাদের বুড়ি মা আছেন, আর কেউ নেই। মালতী পারুল দুটি বোন বড় লক্ষ্মী। তাদের ঘরের সামনে একটি মালতী ফুলের গাছ, আর একটি পারুল ফুলের গাছ, তাই তাদের মা নাম রেখেছেন মালতী আর পারুল। মালতী ঠাণ্ডা মেয়ে, সে ঘরের কাজ করতে ভালোবাসে। পারুলের মুখখানি পারুল ফুলের মতো টুকটুকে, সে দৌড়োদৌড়ি করে খেলে বেড়ায়। সকালে তারা বাড়িতে কাজ সারে। দুপুরে দুই বোন হাত ধরাধরি করে বনে যায়। সেখানে তারা কাঠ কুড়োয়, দুজনে ফুল তোলে, খেলা করে, সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরে আসে।